হালাল বিনোদন

শাইখ আবু মুআবিয়াহ ইসমাইল কামদার

অনুবাদ : মাসুদ শরীফ

হালাল বিনোদন

মূল : আবু মুআবিয়া ইসমাইল কামদার
অনুবাদ : মাসুদ শরীফ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

অর্ধ-গ্লাস পানি দেখে দুধরনের অনুসিদ্ধান্ত সামনে চলে আসতে পারে। গ্লাসের অর্ধেক পানি পূর্ণ বলে কেউ পরিতৃপ্ত; আবার কেউ অর্ধ-গ্লাস পানি শূন্য ভেবে অপূর্ণতার সন্ধান পেতে পারে সহজে। এটা নির্ভর করে ব্যক্তির চিন্তা ও দর্শনের ওপর। বর্তমান সময়ে পরিপূর্ণ জীবনবিধান ইসলামকে একটি বিশেষ চোখ দিয়ে মূল্যায়ন করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামকে বিভিন্ন না-বোধক অধ্যাদেশের জীবন-দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ইসলামবিরোধী শক্তি তো বটেই, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক দায়ি ইলাল্লাহ ও ওলামায়ে কেরামও অসচেতনভাবে ইসলামের না-বোধক উপস্থাপনাতে বেশি তৎপর। মুষ্টিমেয় হারামের ভিড়ে সহস্র হালাল যেন নিষ্প্রভ।

বিনোদন মানেই যেন অনৈসলামিক এক ব্যাপার। মুসলিম মিল্লাতের একটা বড়ো অংশ বিনোদনের ব্যাপারে চরম প্রান্তিক অবস্থানে আছেন। অথচ গুটিকতক হারাম বাদে বিনোদনের অজস্র হালাল উপকরণকে আমরা উপেক্ষা করছি। প্রাণবন্ত ইসলামকে নির্জীব ইসলাম হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপনের কোনো সুযোগ নেই।

আলহামদুলিল্লাহ, বিনোদনের ব্যাপারে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শায়খ আবু মুআবিয়া ইসমাইল কামদার তাঁর '*হ্যাভিং ফান দ্যা হালাল ওয়ে*' বইয়ে দারুণ ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি '*হালাল বিনোদন*' নামে অনুবাদ করে মাসুদ শরীফ ভাই, বাংলাভাষী পাঠকদের অনেক দুআ আর ভালোবাসা পাবেন বলে আশা করছি। এই মূল্যবান বইটির প্রকাশনার অংশ হতে পেরে 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন' অত্যন্ত গর্বিত ও সম্মানিত। ব্যস্ততার দুনিয়াতে জাহেলিয়াতের ভিড়ে বইটি বিশ্বাসী পাঠকদের প্রয়োজনীয় বিনোদনের কিছু হালাল উপকরণের সন্ধান দেবে বলে বিশ্বাস করছি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
এপ্রিল ২৫, ২০১৭

অনুবাদকের কথা

২০১১ সালের রমাদান মাস। ইফতার শেষ। মাগরিবের সালাত পড়ে রুমে ঢুকে বাতি নিভিয়ে দিলাম। পিসিতে আইটিউনস চালু ছিল। প্লে লিস্ট থেকে 'মোস্ট প্লেড' গানগুলো প্লে করলাম। গান শুনলাম টানা এক ঘণ্টা। নতুন করে ইসলামে ফিরে আসার পরপরই এত দিনের পুরোনো অভ্যাস ছাড়া সহজ ছিল না। গান তো শুধু অভ্যাসের বিষয় না। এটা একটা আকর্ষণ। সুরের অনুরণন। শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতে ঢেউ খেলে যায়। মাদকাসক্তি দূর করা যায়, কিন্তু শরীরের ভেতরেই যদি মাদক বাসা করে নেয়, সেটা দূর করবেন কীভাবে?

ঠিক এক ঘণ্টা পর চোখ খুলে ভাবলাম- নাহ্‌, এভাবে হবে না। যা করার এক্ষুনি করতে হবে। এই মুহূর্তে। আমার পিসিতে প্রায় ৬ জিবির মতো গানের আলাদা পার্টিশন ছিল। ক্ষণিকের চিন্তায় সব শিফট ডিলিট। ওখানেই গানকে তালাক। তিন তালাক! গানের সুর, সংগীত এখন আর কোনোভাবেই টানে না। আলহামদুলিল্লাহ। একসময় হাতেগোনা হারাম যে কয়টা বিনোদনে মশগুল ছিলাম, সেগুলোর পরিবর্তে এখন অসংখ্য হালাল বিনোদনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। পুরো বইতে একটা কথারই অনুরণন পাবেন; আল্লাহর দুনিয়ায় হালাল অগণিত। হারাম গণিত। কিন্তু আমরা সেই গুটিকয়েক হারামে আরাম খুঁজি।

প্রথম যেদিন মূল বইটির নাম শুনেছিলাম, সেদিন থেকেই অনুবাদের জন্য তক্কে তক্কে ছিলাম। বাংলা ভাষায় এ ধরনের ইসলামি বই বিরল। এত সহজ ভাষায় সুন্দর উপস্থাপনাও খুব একটা দেখা যায় না। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি অনুবাদেও সেই সহজতা ধরে রাখার। লেখক নিজে যুবক হওয়ায় এই বয়সের নারী-পুরুষের মনমানসিকতা বুঝে বইটি সাজিয়েছেন। কাজেই ভালো না লেগে পারে না।

মূল ইংরেজি বইটি মালয়েশিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন নাবিল ভাই। বইটি অনুবাদ করার সময় সম্পাদক রফিক ভাই খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন- পুরো প্যারাটা পড়ুন, তারপর নিজের মতো করে সেটা বাংলায় লিখুন (হায়! আমার ছাত্ররা কবে এটা বুঝবে)।

অনেক আগে অনুবাদ করে রাখলেও নানা জটিলতায় বইটি প্রকাশ হতে পারেনি। গার্ডিয়ানের নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের ভাইকে বলা মাত্রই যেভাবে লুফে নিলেন, সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এটা আমার প্রথম অনুবাদ না। আমার প্রথম অনূদিত বই এখনো প্রকাশ পায়নি। তবে পূর্ণাঙ্গ বই হিসেবে এটাই আমার প্রথম কাজ। স্বাভাবিকভাবেই রোমাঞ্চিত।

পাঠক শুধু বইটি পড়ার জন্য পড়বেন না; বরং কাজে লাগাবেন বইটির মর্মার্থ, এটাই চাওয়া।

মাসুদ শরীফ
ইনসাইট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা।
এপ্রিল ২৫, ২০১৭
masud.xen@gmail.com

সূচিপত্র

ফিকহ বা ইসলামি আইনের কিছু মৌলিক মূলনীতি ১৫

বিনোদনের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ২৩

বিনোদনের ব্যাপারে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ২৭

হারাম বিনোদন ৩৫

সুন্নাহ সমর্থিত বিনোদন ৫৭

প্রযুক্তি ৬৯

ইসলাম নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ৭৫

শীর্ষ দশ হালাল বিনোদন ৮১

ভূমিকা

প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা সবই আল্লাহর। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সহজ জীবনব্যবস্থা উপহার দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রতি শোকর গোজার করি। সালাম ও বারাকাহ বর্ষিত হোক তাঁর শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ। সালাম ও বারাকাহ বর্ষিত হোক তাদের প্রতি, যারা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত নবি ﷺ-এর পথ অনুসরণ করেছিলেন।

আধুনিক সমাজের বেশিরভাগ লোকের জীবনের একটা বিশাল অংশ দখল করে আছে বিনোদন। এতটাই যে, অনেকেই মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পীদের দেবতুল্য মনে করে পূজা করেন। শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোতে টিভি, মিউজিক আর মুভি ইন্ডাস্ট্রি তাদের সর্বোচ্চ আয়ের উৎস। তাই অনেকেই সংগীত ও অভিনয় শিল্পীদের আক্ষরিক অর্থেই পূজা করেন।

শঙ্কুল এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান প্রতিটা মুসলিমের জানা উচিত। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আমার গবেষণা ও লেখালেখির জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

বিনোদনের যে সংস্কৃতি এখন চলছে (যেটা পপ কালচার নামে পরিচিত), তাতে অনেক মুসলিম মা-বাবা-ই তাদের সন্তানদের নিয়ে দোটানায় থাকেন। ছেলেমেয়েদের বিনোদনের অবারিত সুযোগ করে দেবেন, নাকি একেবারেই বন্ধ করে দেবেন। দুটোই চরম অবস্থান এবং ছেলেমেয়েদের জন্য দুটো অবস্থানই নেতিবাচক ফল নিয়ে আসে।

চরম অবস্থানের এক প্রান্তে রয়েছেন এমন একদল অভিভাবক, যারা পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে অভিভূত। অন্যদিকে, বিনোদনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অনগ্রসরতায় হতাশ (আর সত্যি কথা বলতে বিনোদনের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা অস্বীকার করার উপায় নেই)। আত্মমর্যাদার ঘাটতির কারণে এরা পশ্চিমা বিনোদনকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থায় নিজেদের পুরোপুরি এলিয়ে দিয়েছেন। এতটাই যে, আধুনিক মুসলিম পরিবারগুলোতে একাধিক টিভি সেট, ভিডিও গেম খেলার যন্ত্র দেখতে পাওয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপরন্তু এগুলোতে কী ধরনের মুভি, গান অথবা গেম চলে সেগুলোর ওপর কোনো নজরদারিও করা হয় না। ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ হীনমন্য মুসলিমদের ঘরে এমন চিত্র আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে। আবার কিছু মানুষ আছেন বিনোদনই যাদের ধ্যানজ্ঞান। এসব পরিবারের চিত্রও একই।

অবাধ বিনোদনের নেতিবাচক প্রভাব চারিদিকে চোখ ঘোরালেই আজ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মিডিয়া আজ মুসলিমদের চিন্তাধারার গতিকে এতটাই পালটে দিয়েছে যে, অবিশ্বাসী কাফিরদের থেকে তাদের আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। মিডিয়ার গড্ডালিকা প্রবাহে ছেলেমেয়েদের ভাসিয়ে দিলে তার কী প্রভাব পড়ে, সে ব্যাপারে শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ লিখেছেন–

> ‘ছেলেমেয়েরা কী করছে, কীভাবে বড় হচ্ছে– এসব ব্যাপারে অনেক অভিভাবক একেবারেই নজর দেন না। ‘পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা এ ধরনের পশ্চিমা দর্শনের সংস্পর্শে এসে মানুষের মধ্যে এক অস্বাভাবিক মানসিকতার জন্ম নিয়েছে। তারা বলেন, ভুল না করলে ছেলেমেয়েদের ভুল বোঝানো যাবে না। পাপ না করলে তাদের পাপ বোঝানো যাবে না। ভুল করে, পাপ করে সে নিজে যখন তার ভুল ধরতে পারবে তখন সে বুঝতে পারবে। অভিভাবকদের কেউ কেউ সন্তানদের ওপর থেকে লাগাম একেবারেই ছেড়ে দেন। তাদের আশঙ্কা, অন্যথা হলে ছেলেমেয়েরা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে। তারা বলেন, ওরা যা করে তার মধ্য দিয়েই আমি ওদের ভালোবাসা অর্জন করে নেব। কোনো কোনো মা-বাবা তাদের ছোটোবেলায় হয়তো অনেক কড়া অনুশাসনের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে তারা কখনো এমন করবেন না। তাদের এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও চরম রূপ দেন এই বলে, শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের সময়টাকে ওরা যেভাবে খুশি উপভোগ করুক। মা-বাবারা কি ভুলে গেছেন, পুনরুত্থানের দিনে এসব ছেলেমেয়েরাই তাদের পোশাক টেনে ধরে বলবে, তোমরা আমাদের কেন পাপের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলে?’

বিনোদনের ব্যাপারে অতি উদার দৃষ্টিভঙ্গির এমন মুসলিমরা দিনের অধিকাংশ সময়ই ব্যস্ত থাকেন গান, টিভি, সিনেমা, খেলাধুলা আর ভিডিও গেমস নিয়ে। নতুন নতুন বিনোদনসামগ্রী পেতে তাদের চাই আরও বেশি টাকা। টাকার পেছনে তারা দিনরাত এতই ছোটাছুটি করেন যে, আল্লাহ কিংবা ইসলাম নিয়ে তাদের ভাবার সময় হয় না । ধর্মপালন কিংবা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা তো অনেক দূরের কথা। কুরআনের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ এ ধরনের মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন :

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ
عِلْمَ الْيَقِيْنِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ- ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ-

> ‘[ধনসম্পদ] বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা [আল্লাহর স্মরণ থেকে] তোমাদের ভুলিয়ে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছাও। এটা যে মোটেও ঠিক নয় তা তোমরা জানতে পারবে। এটা যে মোটেও ঠিক নয় তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। তোমরা যদি [সম্পদ জমানোর পরিণতি] নিশ্চিতভাবে জানতে [তাহলে কখনোই এই প্রতিযোগিতায় মত্ত হতে না]। তোমরা অবশ্যই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন দেখতে পাবে; সেদিন তোমরা নিজ চোখে সেটা দেখতে পাবে। [এই পৃথিবীতে তোমরা যেসব] আনন্দে মেতে ছিলে, সেদিন তোমাদের সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞসাবাদ করা হবে!’ সূরা আত-তাকাসুর, ১০২ : ১-৮

বিনোদনের ব্যাপারে চরম অবস্থানের আরেক প্রান্তে রয়েছেন ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমরা। তারা আল্লাহকে ভয় করেন ঠিকই, তবে বিনোদনের মাধ্যমগুলোর ব্যাপারে সঠিকভাবে জানা না থাকার কারণে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট মাজহাব বা আলেমকে অন্ধ অনুসরণের ফলে বিনোদনের পুরো ধারণাটাকেই তারা নাকচ করে দেন। যা কিছু খারাপ বা ক্ষতিকর কাজের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো থেকে ফিরে আসা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তবে কিছু কিছু মানুষ বিনোদনের প্রতি এই ঘৃণাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেসব পরিবারের শিশু-কিশোর ও তরুণদের ওপর।

এ ধরনের পরিবারে বেড়ে উঠা শিশু-কিশোর ও তরুণদের জন্য বিনোদনের সকল মাধ্যম নিষিদ্ধ। হোক সেটা ঘরে কিংবা বাইরে। তাদের শেখানো হয় মানুষকে যেহেতু আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কাজেই সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদত করে কাটাতে হবে। সাধু-সন্ন্যাসী এবং তাদের সন্ন্যাসবাদের মতো এটাও মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ একটা অবস্থা। আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য অবশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা।

তবে আল্লাহ আমাদের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থাও দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের মনে বিনোদনের স্বভাবজাত ইচ্ছা রয়েছে। মানুষের এ ধরনের ইচ্ছাকে যদি অতিমাত্রায় চেপে ধরা হয়, তাহলে সেটা একসময় প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। আমি দেখেছি, অভিভাবকদের এ ধরনের অতিমাত্রায় দমন ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী করে তোলে। দমিয়ে রাখা বাসনাকে তৃপ্ত করার জন্য তারা বিনোদনের নিকৃষ্টতম উপায় বেছে নেয়। ফলে ধার্মিক পরিবার থেকে আসা অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যেই মাদক, সিগারেট আর পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি চোখে পড়ে।

বর্তমান সময়ে বিনোদন বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা একটি বই কেন দরকার, উপরের আলোচনা থেকে সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ অবস্থানে না গিয়ে বিনোদন বিপ্লবকে সামাল দিতে হলে, আমাদেরকে বিনোদনের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে জানতে ও বুঝতে হবে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমাদের ফিতরাহ অর্থাৎ মানুষের সহজাত প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি সহজ ও ভারসম্যপূর্ণ ধর্ম ইসলাম। বিনোদনের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবধর্মী এবং সহজে অনুসরণযোগ্য। উপরে আমরা যে দুটো প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা আলোচনা করেছি, ইসলাম তার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই কাজটি গ্রহণ করেন। অন্যান্যরা যেন বইটি থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা পায় এবং সেটা থেকে উপকৃত হয়। আল্লাহর কাছে আমার সবিনয় মিনতি বইটিতে কোনো ভুল থাকলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। বইটি লিখতে পারার জন্য আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেইসাথে যারা বইটি লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করার জন্য ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস ও বোন উম্মে ইউসুফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটি লেখার ব্যাপারে আমার স্ত্রী ফারজানার সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। বইটিতে যা কিছু ভালো তার সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। যা কিছু মন্দ তা আমার নিজের দুর্বলতা কিংবা শয়তানের পক্ষ থেকে। একমাত্র আল্লাহই সব দুর্বলতা ও ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত।

বিনোদনের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি

বিনোদনের ফিকহ নিয়ে আলোচনা করার আগে বিনোদনের ব্যাপারে ইসলামি ও পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝা দরকার। সেইসাথে ইসলামি ও পশ্চিমা জীবনব্যবস্থায় বিনোদনের অবস্থান কোথায় সেটাও বোঝা জরুরি।

যা কিছু মানুষকে একটু আনন্দ করার, অবসর সময় কাটানোর সুযোগ দেয়, সেটাকেই বিনোদন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। সাধারণত বিনোদনের সময় মানুষ নিষ্ক্রিয় থাকে। যেমন : গান শোনা, মুভি দেখা ইত্যাদি। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। যেমন : বই পড়া কিংবা খেলাধুলা করা। এগুলোকে বিনোদনের সক্রিয় ধরন বলা যায়।

যুগ যুগ ধরে নিজেদের বিনোদিত করার জন্য বিনোদনের নানা উপায় মানুষ খুঁজে চলেছে। গতানুগতিক জীবনের কর্মব্যস্ততা থেকে একটুখানি সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াটা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। বিনোদনের ব্যাপারগুলো সবসময়ই ছিল। তবে কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থ করার স্বার্থে বিনোদনকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আধুনিক পশ্চিমা বিনোদন শিল্পে ছড়িয়ে আছে-এর হাজারো উদাহরণ।

পৃথিবীর ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে বিনোদন শিল্প এখন সবচেয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে। বিনোদনের এত এত সব উপকরণ ছড়িয়ে আছে যে, কেউ চাইলে সারাজীবন শুধু বিনোদনের মধ্যে থেকেই কাটিয়ে দিতে পারবে। দিন দিন মানুষ সেদিকেই যাচ্ছে। টিভি, মুভি, মিউজিক আর ভিডিও গেমস আসক্তি তো খুবই মামুলি ব্যাপার। মানুষ মুঠোফোনে হেডফোন লাগিয়ে সারাক্ষণ কানে গুঁজে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে।

দুটো কারণে বর্তমানে বিনোদন জগৎ এত প্রসার লাভ করেছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে বিনোদনের এমন সব উপকরণ মানুষ উদ্ভাবন করেছে, যেটা আগে কেউ কল্পনাও করেনি। দ্বিতীয় কারণ পশ্চিমা ভাবাদর্শ নিজেই। সেক্যুলার গণতন্ত্রের ডামাডোলে বেড়ে উঠা গড়পড়তা পশ্চিমাদের শেখানো হয়, এ জীবনের উদ্দেশ্য কেবল উপভোগ করা। পশ্চিমারা প্রায়ই বলে, ‘জীবনে তো একবারই বাঁচবে, যত খুশি মজা করে নাও।’

এ ধরনের চিন্তাভাবনা মানুষকে অবধারিতভাবে বিনোদনকেন্দ্রিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। আর তাই পশ্চিমা ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ গড়পড়তা জনগোষ্ঠীর জীবনের লক্ষ্য যতভাবে পারা যায় নিজের জীবনকে উপভোগ করা। বিনোদনের নিত্যনতুন উপকরণগুলো কেনার জন্য আরও বেশি টাকা উপার্জন করা। তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য বিনোদন আর টাকা হচ্ছে তাদের সেই কামনা পূরণের হাতিয়ার। মানুষ আজ টাকা আর বিনোদনকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে পূজা করছে। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে বলেন–

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا-

'তুমি কি তাকে দেখেনি যে, তার নিজের কামনা-বাসনাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে? তারপরেও কি তুমি তার তত্ত্বাবধায়ক হবে?' সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৪৩

সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী এই লোকগুলো তাদের জীবন থেকে ধর্মকে একেবারেই বাদ দিয়ে দিয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন না থাকায় যাচ্ছেতাইভাবে জীবন উপভোগের পথে কোনো নৈতিকতার বালাই থাকে না। আর এগুলোর ফলাফল আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। টাকা কামানোর জন্য যেকোনো পথ বেছে নিতে তাদের একটুও বাঁধছে না। বিনোদনের এমন সব নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন করছে যেগুলোতে নৈতিকতার কোনো ছিটেফোঁটাও নেই। ফলস্বরূপ পর্নোগ্রাফি, সমকামিতা, বিয়ে-বহির্ভূত যৌনাচারগুলোর মতো জঘন্য পাপগুলো চারিদিকে অবাধে ছড়িয়ে পড়ছে।

পরের অধ্যায়ে আমরা যখন বিনোদনের ব্যাপারে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব, তখন বিনোদনের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যাটা আরও প্রকটভাবে ধরা পড়বে। তবে এখানে আমি আল-কুরআনের কিছু আয়াতের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উপরে আমরা অবিশ্বাসী কাফিরদের যে লাইফস্টাইলের কথা উল্লেখ করেছি, এই আয়াতগুলোতে অবিকল সেসব কথাই বলা হয়েছে। আল-কুরআন যে, সর্বকালের সকল যুগের মানুষের জন্য এ আয়াতগুলো তারই প্রমাণ। এটা আল-কুরআনের একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আল-কুরআনের বাস্তবধর্মী দিকনির্দেশনাগুলো যেন আমাদের জীবনে ফুটে ওঠে, সেজন্য আমাদের উচিত আল-কুরআন নিয়ে পড়াশোনা করা। আল-কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-

'দুনিয়ার জীবন এক খেল-তামাশা। এটা মানুষকে বিমুখ করে দেয়। যারা আল্লাহর ব্যাপারে সদা সচেতন, তাদের জন্য পরকালের আবাস সবচেয়ে ভালো। তারপরেও কি তোমরা বুঝবে না?' সূরা আল-আনআম, ৬ : ৩২

আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর প্রতি সদা সচেতন থেকে যারা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করে, তাদের পরকালীন আবাস হবে সবচেয়ে আনন্দময়।

আয়াতটিতে তিনি আরও জানিয়েছেন, যারা আল্লাহকে ভুলে থাকে দুনিয়াতে তাদের সারাটা সময় শুধু বিনোদন করেই কাটে। আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ আমাদের চিন্তা করতে বলছেন, ভেবে দেখতে বলছেন, আমরা কি সত্যিই বুঝি যে জান্নাত দুনিয়ার জীবন থেকে অনেক অনেক আনন্দের জায়গা? একজন বিবেকবান মানুষ কি পারে বিনোদনপূর্ণ চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির নিবাস জান্নাতকে বাদ দিয়ে মামুলি দুনিয়ার জীবন নিয়ে পড়ে থাকতে? একমাত্র অজ্ঞ লোকই পারে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দে ডুবে থেকে জান্নাতের অনন্ত বিনোদনের কথা ভুলে যেতে।

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ-

‘ওরা ওদের ধর্মকে বিনোদন ও খেলার বস্তু বানিয়েছিল। দুনিয়ার জীবন ওদের বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। ওরা যেমন আজকের দিনটিতে আমার সাথে সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল, আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিল, তেমনি আমরাও আজ ওদের কথা ভুলে যাব।’

সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৫১

কী সাংঘাতিক! যারা আল্লাহকে ভুলে আজ দুনিয়া নিয়ে মশগুল সেদিন আল্লাহ তাদের কথা ভুলে যাবেন। উপরন্তু এই আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন যে, ওই লোকগুলো বিনোদনকে তাদের দ্বীন (ধর্ম, লাইফস্টাইল) বানিয়েছে। বিনোদিত হওয়াই এই লোকগুলোর জীবনের উদ্দেশ্য। আজ আমরা কি তা-ই দেখছি না? পরকালে এই লোকগুলোর দিকে আল্লাহ ফিরেও তাকাবেন না। জাহান্নামের আগুনে পুড়তে পুড়তে তারা বাঁচার জন্য চিৎকার করে আকুতি জানাবে। কিন্তু সেদিন কেউ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। আজ যেমন তারা আল্লাহকে ভুলে বিনোদনে মাতোয়ারা, সেদিন আল্লাহও তাদের ভুলে যাবেন। তাদের কোনো কথা কানে নেবেন না। এমন নিদারুণ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ ধরনের বিনোদনকেন্দ্রিক জীবনযাপনের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। শুধু দুনিয়া নিয়ে পড়ে থাকার জন্য নয়, আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আরও মহৎ। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে

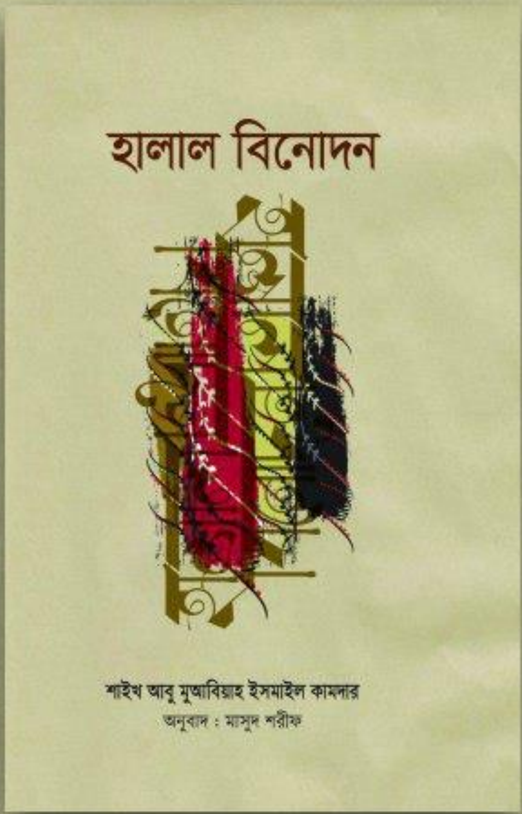

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০।
www.guardianpubs.com

ISBN : 978-984-92959-2-1